

💵 মুসনাদে আহমাদ

হাদিস নাম্বারঃ ১৮৬

মুসনাদে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) [উমারের বর্ণিত হাদীস] (مسند عمر بن الخطاب)

আরবী

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، أَنَا سَأَلْتُهُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا قَدْ نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ، وَلا أُراهُ إِلَّا لِحُصْهُورِ أَجَلِي، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضِيعَ وَلا أُرَاهُ إِلَّا لِحُصْهُورِ أَجَلِي، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضِيع وَلا أُراهُ إِلَّا لِحُصْهُورِ أَجَلِي، وَإِنَّ أَقُوامًا يَأْمُرُونِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضِيع دينَهُ، وَلا خِلافَةُ وَاللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضِيع بَيْنَ هَوُلاءِ السِّتَةِ الَّذِينَ تُوفِقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلافَةُ شُورَى بَيْنَ هَوُلاءِ السِّتَةِ الَّذِينَ تُوفِقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ قَوْمًا سَيَطْعُنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلامِ، فَإِنْ فَعَلُوا، فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكَفَرَةُ الضَّلَّالُ.

وَإِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهُمَّ إِلَيَّ مِنَ الْكَلالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مُنْذُ صَاحَبْتُهُ مَا أَغْلَظَ لِي فِي الْكَلالَةِ، وَمَا رَاجَعْتُهُ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلالَةِ، وَمَا رَاجَعْتُهُ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلالَةِ، وَمَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلالَةِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصَبْعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: " يَا عُمَرُ، أَلا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي الْكَلالَةِ، وَالنِّسَاءِ؟ " فَإِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا قَضِيَّةً يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرُأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقُرُأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقُرُأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا

ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمْرَاءِ الْأَمْصَارِ، فَإِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ، وَيَوْسِمُوا فِيهِمْ فَيْنَّهُمْ، وَيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ، وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ، فَأُخِذَ بِيَدِهِ، فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، وَمَنْ أَكَلَهُمَا، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا



إسناده صحيح على شرط مسلم. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي وأخرجه مسلم (567) و (1617) ، والنسائي 2 / 43، والبزار (314) ، وأبو يعلى (184) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد وأخرجه الطيالسي (53) و (141) ، وابن سعد 3 / 335، والنسائي في " الكبرى " (1113) ، وأبو عوانة 1 / 407 من طرق عن هشام به. وقد تقدم برقم (89)

বাংলা

১৮৬। উমার (রাঃ) এক জুমআর দিনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রথমে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাকরের (রাঃ) শ্বৃতিচারণ করলেন। তারপর বললেনঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি, যেন একটা মোরগ আমাকে দুটো ঠোকর মারলো। আমার মনে হয় না, এটা আমার মৃত্যু আসন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কিছুর লক্ষণ। অনেকে আমাকে আমার উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে বলছে। আল্লাহ তার দীনকে এবং খিলাফাতকে ধ্বংস করতে চান না। যিনি তার নবীকে এই দীন সহকারে পাঠিয়েছেন সেই আল্লাহর কসম, আমার যদি অবিলম্বেই কিছু হয়ে যায়, তাহলে এই ছয় ব্যক্তির মধ্যে পরামর্শক্রমে খালীফা নিযুক্ত হবে, যাদের ওপর সম্ভুষ্ট থাকা অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন। আমি জানতে পেরেছি যে, কিছু লোক প্রশাসনিক ব্যাপারে এই বলে সমালোচনা করছে যে, আমি ইসলামের খাতিরেই তাদেরকে নিজ হাতে প্রহার করেছি। যদি সত্যিই তারা এই মর্মে সমালোচনা করে, তবে তারা আল্লাহর দুশমন, কাফির ও বিপথগামী। আমি আমার পরে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত ব্যক্তির চেয়ে আমার নিকট অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আর কিছই রেখে যাচ্ছি না।

যতদিন আমি রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে কাটিয়েছি, ততদিন তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে আমাকে যত কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন, তত আর কারো ব্যাপারেই করেননি। আর আমি তার কাছে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত ব্যক্তি করতে যাইনি। একবার তো তিনি আমার বুকের ওপর তার আঙ্গুল দিয়ে করাঘাত করে বললেন, হে উমার, সূরা আন নিসার শেষে যে আয়াত রয়েছে, (নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত ব্যক্তি সংক্রোন্ত) তা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়?

(এরপর উমার (রাঃ) বলেন) আর আমি যদি বেঁচে থাকি, তবে এ বিষয়ে এমন ফায়সালা দেব, যার আলোকে আল কুরআনের পাঠক ও অ-পাঠক নির্বিশেষে সকলেই ফায়সালা করতে পারবে। তারপর বললেন, হে আল্লাহ, আমি সকল শহর ও নগরের শাসকদের ওপর তোমাকে সাক্ষী রাখছি, আমি তাদেরকে কেবল এ জন্যই পাঠিয়েছি যেন তারা জনগণকে তাদের দীন ও তাদের নবীর তরীকা শিখায়, তাদের মধ্যে রাষ্ট্র-অর্জিত সম্পদ বল্টন করে, তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করে এবং তাদের সকল জটিল সমস্যা আমার নিকট পেশ করে। হে জনতা, তোমরা দুটো গাছের ফল খেয়ে থাক, অথচ ঐ গাছ দুটি আমার দৃষ্টিতে নোংরা। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখনই কোন ব্যক্তির মুখে এই দুটি গাছের ফলের গন্ধ পেয়েছেন, অমনি হাত ধরে তাকে বাকীর দিকে বের করে দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি এই দুটো জিনিস খেতে চায়, সে যেন তা রান্না করে নিস্তেজ



করে খায়। [হাদীস নং-৮৯)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষণ বাকি

পাবলিশারঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন